দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ ... 8 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষকদের পেনশনে জালিয়াতি

এম এইচ রবিন ●

যে মানুষগুলো জীবনের প্রায় পুরোটা সময় সমাজে শিক্ষার প্রদীপ জ্বালিয়েছেন, শেষ বয়সে তাদের বেশিরভাগই দিন কাটান চরম কষ্টে। এর অন্যতম কারণ অবসরভাতা পেতে বছরের পর বছর ধরনা দিতে হয় তাদের। কেউ কেউ তো অর্থকষ্টে এক রকম বিনাচিকিৎসায় মারা গেছেন। অনেকে আবার বছরের পর বছর ঘুরে টাকা পাওয়ার আশাই ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ এসব ঝামেলা দূর করতেই ১৫ বছর আগে গঠন করা হয় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর বোর্ড।

যদিও বোর্ডে সেবা নিতে আসা শিক্ষকদের অভিযোগ, তাদের সুবিধার জন্য এই বোর্ড গঠন করা হলেও হয়েছে গলার কাঁটা। ঘুষ না দিলে একচুলও নড়েন না এখানকার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। অবসরের সুবিধাপ্রাপ্তিতে শিক্ষকদের হয়রানি, ফাইল আটকে অর্থ আদায়, অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্যতার সময় বাড়িয়ে দেওয়া, আবার না দিলে তা কমিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে। একজন শিক্ষককে অবসর সুবিধা পাওয়ার জন্য বোর্ডে আবেদন দিয়ে চার থেকে পাঁচ বছর পর্যন্তও অপেক্ষা করতে হয়। তাই অনেক শিক্ষকেরই নিজের জীবনের শেষ প্রাপ্তিটুকু ভোগের ভাগ্য হয় না। অথচ কোটি কোটি টাকা অযাচিতভাবে বিতরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, বেসরকারি শিক্ষক ও কর্মচারীদের সরকারি বেতন সুবিধা (এমপিও) নিতে প্রত্যেকের একটি পরিচিতি নম্বর থাকে, যাকে বলা হয় ইনডেক্স নম্বর। কিন্তু সেখানেও রয়েছে নয়-ছয়। বোর্ডের

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

শিক্ষকদের পেনশনে জালিয়াতি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) লোকদের খুশি করতে পারলে সঠিক কাগজপত্র যাচাই ছাড়াই পাওয়া যায় প্রাপ্যতার চেয়ে অধিক অর্থ। এমন ঘটনা অহরহ। এক তদন্তে দেখায় যায়, চুয়াডাঙ্গার এক শিক্ষকের (ইনডেক্স নম্বর ২০০৮৩৪) অবসর সুবিধা ধরার কথা ১৯৮৯ সালের মে থেকে। অথচ তাকে ১৯৮০ সাল থেকেই সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সঠিক কাগজপত্র ছাড়াই তাকে দেওয়া হয়েছে ৩ লাখ ১৮ হাজার ৪৭৩ টাকা। একই সুবিধা দেওয়া হয়েছে রংপুরের এক শিক্ষককেও (ইনডেক্স নম্বর ২৩৫৮৭০)। ১৯৮৯ সালের পরিবর্তে ১৯৮০ সাল ধরে তিনি পেয়েছেন ৪ লাখ ২০ হাজার ৭২৮ টাকা। কুড়িগ্রামের ২৩৭০৬০ নম্বর ইনডেক্সধারী শিক্ষক কোনো কাগজপত্র ছাড়াই পেয়েছেন ৯ লাখ ১ হাজার ৮৬৩ টাকা। একইভাবে গাইবান্ধার এক শিক্ষক (ইনডেক্স নম্বর ২৪৪৪৮৮) ৪ লাখ ২০ হাজার ৭২৮ টাকা পেয়েছেন।

সঠিক কাগজ যাচাই ছাড়াই মেহেরপুরের এক শিক্ষককে (২০০৯৪৫) দেওয়া হয়েছে ৩ লাখ ১৮ হাজার ৪৭৩ টাকা। একই পরিমাণের অর্থ পেয়েছেন সিরাজগঞ্জের এক শিক্ষক (২৩৩৪৯৪)। ২ লাখ ৩৯ হাজার ৯৩৩ টাকা পেয়েছেন সিরাজগঞ্জের আরেক শিক্ষক (২৩৪১৩৭)। চট্টগ্রামের ১০১০৬৭ নম্বরধারী শিক্ষক পেয়েছেন ৪ লাখ ২০ হাজার ৭২৮ টাকা।

১৯৮০ সালে সরকারি অর্থ উত্তোলনের অ্যাকুইটেন্স রোল না থাকা সত্ত্বেও ২২০৮৩২ নম্বর ইনডেক্সধারী রাজশাহীর এক শিক্ষককে দেওয়া হয়েছে ৩ লাখ ১৮ হাজার ৪৭৩ টাকা। সমপরিমাণ টাকা পেয়েছেন বগুড়ার এক শিক্ষকও (ইনডেক্স নম্বর ২২৮৪২৭)। এমন প্রায় অর্ধশত ইনডেক্স নম্বরে কিছু অসাধু বোর্ড কর্মকর্তা অযাচিতভাবে কয়েক কোটি টাকা প্রদান করেছেন বলে তদন্তে উঠে এসেছে।

এ প্রসঙ্গে অবসর সুবিধা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান আমাদের সময়কে জানান, যারা এ ধরনের গর্হিত অপরাধ করছেন অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করে বিধি মোতাবেক শাস্তি দেওয়া হবে। তবে এ ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে আগামীতে চালু করা হবে অটোমোশন পদ্ধতি। তা ছাড়া এখন শিক্ষকদের অনেক সেবাই অনলাইনের আওতায় চলে এসেছে।

জানা গেছে, এসব কাজের সঙ্গে সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে বোর্ডের সাবেক সহকারী পরিচালক (অর্থ) ড. মো. আবু হানিফার বিরুদ্ধে, যিনি বর্তমানে ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)। তার নিয়োগ নিয়েও ছিল বিতর্ক। কারণ নিয়োগ দেওয়ার আগে বোর্ডসভায় কোনো রেজুলেশন হয়নি; প্রকাশ করা হয়নি কোনো ধরনের বিজ্ঞপ্তিও। এমনকি অন্য কোনো আবেদনকারীও ছিলেন না; নেওয়া হয়নি নিয়োগ পরীক্ষা।

আবু হানিফার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অভিযোগ গেলে বিষয়টি আমলে নিয়ে তদন্তের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেওয়া হয়। এর পরই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এ কে এম জাকির হোসেন ভূঞাকে আহ্বায়ক করে গঠন করা তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি। বাকি দুই সদস্য হচ্ছেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর মো. এলিয়াছ হোসেন এবং অবসর সুবিধা বোর্ডের সদস্য মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর। তাদের তদন্তে বের হয়ে আসে ভয়ঙ্কর সব তথ্য। জানা যায়, আবু হানিফার ইশারায় দিনকে রাত, রাতকে দিনে বদলে যেত। এভাবে তিনি কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি করে বোর্ড থেকে চলে গেছেন।

নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে আবু হানিফা আমাদের সময়কে বলেন, সঠিক নিয়ম মেনে আমাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কিনা, তখন বুঝতে পারিনি। তা ছাড়া একজন চাকরিপ্রার্থী হিসেবে সেটা জানাও তো দুষ্কর। তবে নিয়োগ-পরবর্তীতে বোর্ডের বিভিন্ন সভায় চাকরি স্থায়ীকরণ ও নিয়োগ আদেশের বৈধতা এবং পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।

দুর্নীতির বিষয়ে তিনি বলেন, বোর্ডের কোনো আবেদন পরিচালকের (অর্থ) একক স্বাক্ষরে চূড়ান্ত হয় না। এখানে নিরীক্ষা কমিটি থাকে, সবার সিদ্ধান্তেই শিক্ষকদের ফাইল চূড়ান্ত করা হয়। তবে তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক এ কে এম জাকির হোসেন ভূঞা জানান, হানিফার নিয়োগের বিষয়টি অবৈধ বলেই প্রতীয়মান হয়েছে তদন্তে। এখন বোর্ড চাইলে তার বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা নিতে পারে।

আর অবসর সুবিধা বোর্ডের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ শরীফ আহমদ সাদী বলেন, আবু হানিফার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। বোর্ডের যে দুর্নীতির তথ্য ফাঁস হয়েছে সেটা আগের সদস্য সচিবের আমলের। ওই সময় সদস্য সচিব ছিলেন অধ্যক্ষ আসাদুল হক।

এদিকে বিষয়টি অবহিত করে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে চিঠি দিয়েছেন শরীফ আহমদ সাদী। ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, বোর্ডের তৎকালীন সদস্য সচিব অধ্যক্ষ সেলিম ভূঞা বিধিবহির্ভূতভাবে আবু হানিফাকে নিয়োগ দেন। তবে এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ জানান, বিষয়টি আমাদের সিন্ডিকেট সভায় এসেছিল, তবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। হানিফা যদি আগের কোনো প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি করে থাকেন, ওই প্রতিষ্ঠান তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। এতে যদি আইনি বাধ্যবাধকতা থাকে আমরাও যথাযথ ব্যবস্থা নেব।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং ...
তারিখ ...

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.সি.বি.আর	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/অবগতার্থে

স্বাক্ষর